PERMANENT MISSION OF BANGLADESH
TO THE UNITED NATIONS
Diplomat Center, 820 2nd Avenue (4th floor), New York, NY 10017
Tel: (212) 867-3434 • Fax: (212) 972-4038 • E-mail: bdpmny@gmail.com
Web site: www.un.int/bangladesh

প্রেস রিলিজ

ন্যাম মিনিস্টেরিয়াল মিটিং

রোহিঙ্গা সঙ্কটের সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অব্যাহত প্রচেষ্টা গ্রহণ করার আহ্বান জানালেন রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন

২১ জুলাই ২০১৯, কারাকাস, ভেনিজুয়েলা:

মিয়ানমার যাতে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয় এবং রোহিঙ্গা সঙ্কটের স্থায়ী সমাধান করে সে বিষয়ে জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহের (ন্যাম) সদস্যসহ মিয়ানমারের প্রতিবেশী দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় এসোসিয়েশন (আসিয়ান) ভুক্ত দেশসমূহ তথা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরও অধিক এবং অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা গ্রহণ করার আহ্বান জানালেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন। আজ ভেনিজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে ন্যাম কোর্ডিনেটিং ব্যুরো এর মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় দেশ পর্যায়ের ভাষণ প্রদানকালে এ আহ্বান জানান তিনি। উল্লেখ্য ন্যাম মিনিস্ট্রিয়ালের এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে শান্তি এগিয়ে নেওয়া ও সুসংহত করা'।

অধিকৃত ফিলিস্তিনী ভূখন্ডে আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন এবং ফিলিস্তিনী জনগণের প্রতি দীর্ঘ নিপীড়নের কথা উল্লেখ করে স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, শুধু উদ্বেগ প্রকাশ করে ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের অন্যান্য স্থানে সংঘটিত এ জাতীয় অমানবিক ও বর্বর কর্মকান্ডের পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব নয়। দেশগুলো যাতে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় আমাদেরকে অবশ্যই তা নিশ্চিত করতে হবে; আর মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠনকারীদের দায়-দায়িত্ব নিরূপনের মাধ্যমে বিচারের আওতায় আনতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে যেমনটি প্রযোজ্য মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের উপর সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে।

'আজ আমরা দেখতে পাই সংঘাতের মূল কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে ভুলবোঝাবুঝি ও আন্ত:সাংস্কৃতিক অজ্ঞতা' উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত মাসুদ বলেন, "শান্তির সুরক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সুসংহতকরণ আন্তর্জাতিক আইনের অপরিহার্য হাতিয়ার যা চিন্তাবিদ ও পন্ডিতগণ বার বার বলে গেছেন। আজকের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় বৈশ্বিক শান্তি ও ঐকতানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও স্বার্থপরতার যে কালো মেঘ আমরা দেখতে পাই তা সরাতে আমাদের পূর্বসূরী নেতারা কাজ করে গেছেন। তাই শান্তি হচ্ছে সকল মানুষের জন্য অমূল্য একটি সম্পদ যা অবশ্যই সযতনে সুরক্ষিত রাখতে হবে"।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগদানের যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা স্মরণ করে স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, "বাংলাদেশ এখনও জাতির পিতার সেই নীতি-আদর্শ ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের কর্মকান্ড থেকে অনুপ্রাণিত হয় যা আজকের বিশ্বে চলমান অস্ত্রের বিস্তার, শুধু নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সর্বশেষ প্রযুক্তিসমূহের ব্যবহারের আধিক্য, জলবায়ু পরিবর্তন, আন্ত:সাংস্কৃতিক সংঘাত ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রযোজ্য হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অদম্য আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির কথাও তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন স্থায়ী প্রতিনিধি।

আফ্রিকা, এশিয়া, ওশেনিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, ইউরোপ ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ৮৫টি দেশের ১৬ জন মন্ত্রীসহ উচ্চ-পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ এই মিনিস্ট্রেরিয়াল সভায় যোগ দেন। ভেনিজুয়েলার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ অ্যার্রিয়াজা মন্টসের্রাট এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভাটিতে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো বক্তব্য প্রদান করেন। এই মিনিস্ট্রিয়াল সভার আগে সদস্য দেশসমূহের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে এই মিনিস্ট্রিয়ালের ফলাফল দলিল (outcome document) ও রাজনৈতিক ঘোষণা চূড়ান্ত হয় যা আজ অর্থাৎ সভার শেষ দিনে গৃহীত হলো।

ভেনিজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে ১৭-২১ জুলাই ২০১৯ অনুষ্ঠিত এই সভায় অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের দুইসদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন ও মিশনের মিনিস্টার পলিটিক্যাল ড. মো: মনোয়ার হোসেন।

***